150158 - কোন অমুসলিমকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার হুকুম

প্রশ্ন

আমার একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছে। সে লেখাপড়া শেষ করার পর ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে। সে ইসলামের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। আমি তাকে কিছু আয়াত শিক্ষা দিয়েছি। যেমন- সূরাতুল ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি। সে তার ইচ্ছায় এগুলো শিখেছে ও মুখস্থ করেছে। এটা কি জায়েয হয়েছে, যেহেতু বর্তমানে সে অমুসলিম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

কোন অমুসলিমের কুরআন শিখতে কোন অসুবিধা নেই; যদি তার ইসলাম গ্রহণের ও এ শিক্ষার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: কোন কাফেরকে কুরআন শুনা থেকে ও মুসহাফ স্পর্শ করা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু, তাকে কি কুরআন শিক্ষা দেওয়া জায়েয হবে? এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে; যদি তার ইসলাম গ্রহণের আশা না থাকে তাহলে জায়েয হবে না। যদি আশা থাকে তাহলে দুই অভিমতের মধ্যে অধিকতর সঠিক অভিমত হচ্ছে- জায়েয হবে। কাযী হোসাইন অকাট্যভাবে এ মত ব্যক্ত করেছেন, বাগাভী ও অন্যান্য আলেম এ মতকে অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন।[সমাপ্ত]

[আল-মাজমু (২/৮৫)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ মাসয়ালায় সলফে সালেহীনগণ মতভেদ করেছেন: ইমাম মালেক (রহঃ) কাফেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে বারণ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) অবকাশ দেন। ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য বিপরীতমুখী। এ ব্যাপারে যা অগ্রগণ্য অভিমত হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা হল এটি ব্যাখ্যামূলক। যার ইসলাম সম্পর্কে ও ইসলামে প্রবেশ করার আগ্রহ রয়েছে; সাথে তার ব্যাপারে এই

নশ্চিয়তা পাওয়া যায় যে, সে এর মাধ্যমে কুরআনরে উপর অপবাদ আরোপ করবে না এই ব্যক্তি এবং যার ব্যাপারে নশ্চিতি হওয়া যায় যে, এটি তার মাঝে প্রভাব বস্তিার করবে কি, করবে না কংিবা ধারণা হয় যে, সে এর মাধ্যমে ইসলামরে উপর অপবাদ আরোপ করবে– এই দুইজনরে মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এছাড়া পরমিাণে কম ও বশেি এ দুই দকি থকেে পার্থক্য করতে হবে।[সমাপ্ত]

[ফাতহুল বারী (৬/১০৭)]

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর মুশরকিদরে মধ্যে কউে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দনি; যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নরিাপদ স্থানে পৌঁছয়িে দনি। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"[সূরা তওবা, আয়াত: ৬]

শাওকানী (রহঃ) বলনে:

অর্থাৎ যে মুশরকিদরে বরিুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করার আদষ্টি হয়ছেনে তাদরে কউে যদি আপনার আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দনি। অর্থাৎ আপনি তাকে আশ্রয় দনি, নরিাপত্তা দনি, রক্ষাকারী হোন; যাতে করে সে আপনার কাছ থকেে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায় এবং যথাযথভাবে সটোকে নয়িে চন্তিা-ভাবনা করতে পারে এবং আপনি যে দাওয়াত দচ্ছিনে সে দাওয়াতরে হাকীকত জানতে পারে। এরপর আপনি তাকে নরিাপদ স্থানে পৌঁছয়িে দনি অর্থাৎ যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহ্র কালাম শুনার পর যে স্থানকে সে নরিাপদ মনে করে সখোনে পৌঁছয়িে দনি।[ফাতহুল কাদরি (২/৪৯১)]

দুই:

ইসলাম গায়রে মাহরাম যুবক-যুবতীর মাঝরে সম্পর্ককে স্বীকৃতি দয়ে না। এ বষিয়ে জানতে পড়ুন: 126339 নং প্রশ্নোত্তর। যদি আপনি এ ময়েরে ইসলাম গ্রহণরে ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে থাকনে তাহলে আপনার জন্য উপদশে হচ্ছে- আপনি ময়েটেকিে বয়িে করে ফলেুন; যাতে করে বয়িটো তার ইসলাম গ্রহণরে পথে সহায়ক হতে পারে এবং আপনি সম পরমিাণ সওয়াব পাবনে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে আপনার জন্য তাওফকি ও হদোয়তে প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।